দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ০৩-০৪-২০০৬
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

দুর্নীতিবাজ চক্রের কাছে জিম্মি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন বরাদ্দের সহস্র কোটি টাকা লোপাট

ইনকিলাব রিপোর্ট

সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ চক্রের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)। বছরের পর বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। এ চক্রই নিয়ন্ত্রণ করছে গড়ে প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বরাদ্দ অর্ধ সহস্র কোটি টাকার টেন্ডার বাণিজ্য। গত পাঁচ বছরে ইইডি'র টেন্ডার বন্টন, প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি, কাজের বিল পাইয়ে দেয়ার একমাত্র এজেন্সি হিসেবে তৎপরতা চালিয়েছে। ইইডি'তে সহকারী প্রকৌশলী হয়েও নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে নিযুক্ত একজন ব্যক্তি এই চক্রের

এ চক্রটির সদস্য পরিবর্তন করে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন সে সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা শিক্ষামন্ত্রী পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে শিক্ষা খাতের অবকাঠামো উন্নয়নের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করছে। গত পাঁচ বছরে এ চক্রের সদস্য হিসেবে শিক্ষামন্ত্রীর স্ত্রী রানা ওসমান, ভাইপো টুটুল (সাবেক এপিএস), সাবেক পিএস ইয়াহিয়ার নামও প্রচারণায় রয়েছে জোরেসোরে। ফলে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে যেসব ঠিকাদার কাজ পাবার জন্য নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে যারা কেবল এ চক্রের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং শতকরা হিসেবে

ঠিকাদারদের মধ্যে অনেকে দরপত্রে অংশগ্রহণও কর পারেনি। আর যারাও বা অংশগ্রহণ করেছে তাদের ভা কাজ জোটেনি। আবার যারা সিডিউল কিনেছে তা হুমকি-ধমকি দিয়ে সিডিউল জমা দিতে দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ম থাকলেও অজ্ঞাত কারণে এ চক্রের বিরুদ্ধে কোন ব্য নেয়া হয়নি কখনও। বরং যখন যে কথা বলেছে, তা ভাগ্যেই ঘটেছে বড় ধরনের বিপত্তি। এ চক্রে প্রধা বিরুদ্ধে সহকর্মী নারী নির্যাতনের তথ্য প্রমাণ দেয়া হ কোন লাভ হয়নি। বরং উল্টা নির্যাতিত নারী কর্মকর্ত

দুর্নীতিবাজ চক্রের কাছে জিম্মি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

র্যালয় থেকে বদলী করে দেয়া হয়েছে। ডি'র কর্মকর্তারা সরাসরি শিক্ষামন্ত্রী ড. এম মান ফারুকের কাছে নালিশ ঠুকলেও মন্ত্রী ন ব্যবস্থা নেননি। বরং আগামীতে প্রধান কৌশলীর পদ ভাগিয়ে নেয়ার জন্য নির্বাহী কৌশলীর দায়িত্বে নিযুক্ত (সহকারী কৌশলী) চক্রপ্রধান এখন উঠেপড়ে লেগেছেন ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির জন্য।

বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ র্কর্তা ইনকিলাবকে জানান, এ সংঘবদ্ধ ধানের নাম চাকরি জীবনের ২৭ বছর ধরেই নি প্রধান কার্যালয়ে রয়েছেন। এক দফায় কে বদলী করে ঢাকায় পাঠানো হলে মাত্র ৬ সের ব্যবধানে আবার প্রধান কার্যালয়ে বদলী য় আসেন। সম্প্রতি এ চক্র প্রধানের বিরুদ্ধে বস্থা নিতে ইইডি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা র্মচারী গণস্বাক্ষর করে শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও ক্ষা সচিবের দারস্থ হলেও তার কোন সুফল লেনি।

পরন্তু সকল নিয়ম নীতি ভেঙ্গে ওই চক্র ধানকে পদোন্নতি দিতে জোর তৎপরতা লাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রণালয়। একজন ব্যারিস্টার তিমন্ত্রী, সরকারী কর্মকমিশনের একজন সদস্য রম দুর্নীতির দায়ে অপসারিত রাজশাহী শ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি) এ চক্রপ্রধানের পদোন্নতি দিতে জোর প্রচেষ্টা লাচ্ছেন। আর এ ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা রছেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একজন সুন্দরী নিয়র সহকারী সচিব।